তারিখ 20 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যুগান্তর

খুলনা বিকে ইউনিয়ন ইন্সটিটিউট

প্রশ্ন প্রণয়নে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব

শেখ আবু হাসান, *খুলনা ব্যুরো*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর ছয় বছর পরও শিক্ষকরা এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়নে দক্ষ নন। খুলনার বিকে ইউনিয়ন ইন্সটিটিউটের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাহামুদা খাতুন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরিতে এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। শিক্ষকরা পুরোপুরি গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। এ থেকে মুক্ত না হতে পারলে সৃজনশীল পদ্ধতির বিকাশ সম্ভব নয়। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলে ৩শ' শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ১৪ জন শিক্ষক। এর মধ্যে সৃজনশীলে তিনদিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১১ জন। মাস্টার ট্রেইনার আছেন ২ জন।

সহকারী প্রধান শিক্ষক আরও জানান, শিক্ষকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা রয়েছে। কম্পিউটার ও ল্যাপটপের অভাবে শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয়ে মনোযোগী হতে পারছেন না। এছাড়া, রয়েছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব। মাত্র ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ভাবতে হবে। গাইড ও কোচিং বন্ধ না হলেও শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল শিক্ষায় আগ্রহী হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখনও ট্রেডিশনাল শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। শুধু ভালো ফলের জন্য শিক্ষার্থীরা সারা দিন পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকে। সৃজনশীল মেধাচর্চার অভাব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

অভাব : দক্ষতার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সময় তাদের নেই। এমনকি তারা খেলাধুলা করার সময়ও পাচ্ছে না। বড় শহর, ছোট শহর ও গ্রাম পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ব্যাপারে বিরাট বৈষম্য রয়েছে বলে জানান বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা। সরকারি স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষক থাকলেও বেসরকারি স্কুলে এর অভাব রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তারা।

গণিতের সহকারী শিক্ষক চন্দনা দাস বলেন, চার বছর ধরে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। আগে থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিতে কিছুটা ভীতি রয়েছে। সৃজনশীল চালু হওয়ার পর ভীতি আরও বেড়েছে। এ বিষয়ে ফলও কিছুটা খারাপ হচ্ছে। তবে পরীক্ষার সময় গণিতে ক্যালকুলেশনের সময় বাড়ালে শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভালো হবে। এ বিষয়টি ভাবনায় নেয়া উচিত বলে তিনি জানান।

প্রাথমিকে সমাপনী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে মাস্টার ট্রেইনার সুপদ মণ্ডল বলেন, এটি কোমলমতি শিশুদের মেধা বিকাশে অন্তরায়। বাচ্চাদের ওপর বইয়ের ভার কমাতে হবে। দিতে হবে মেধা বিকাশের উপকরণ। যাদের মাধ্যমে সৃজনশীল শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন, সেসব শিক্ষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে হবে। তাদের পেটে ভাত না থাকলে ভালো শিক্ষা পাবে না শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়টি ভাবতে হবে।

কাল ছাপা হবে : খুলনার সরস্বতী মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ